দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...JUL 24 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

# প্রখ্যাত সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ূন আর নেই

*জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ূন আর নেই। শুক্রবার বিকাল চারটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর মৃত্যুতে এ দেশের সাংবাদিক জগতের উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র ঝরে পড়ল।*

*মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর গত বুধবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র রেখে*

(১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আহমেদ হুমায়ূন

## প্রখ্যাত সাংবাদিক

(প্রথম পাতার পর)

*গেছেন। আজ শনিবার বাদ জোহর উত্তরা চার নম্বর সেক্টরে নামাজে জানাজার পর তাঁর মরদেহ উত্তরা গোরস্থানে দাফন করা হবে।*

*অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সম্পাদক আহমেদ হুমায়ূনের মৃত্যু সংবাদে সংবাদপত্র জগতে শোকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেকে তাঁর উত্তরার বাসভবনে ছুটে যান।*

*ক্ষুরধার লেখা, সাংবাদিক সমাজে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান, বাগ্মিতা, প্রগতিশীল বাম আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্তি— নানান কারণে আহমেদ হুমায়ূন ছিলেন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের পর আদমজী জুট মিলসে সায়েন্টেফিক অফিসার হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয়েছিল ইংরেজী সাপ্তাহিক ঢাকা টাইমসে। জগন্নাথ কলেজে তিনি দু'দফা শিক্ষকতাও করেন। ছাত্রজীবনে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ষাট দশকে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তানে সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। স্বাধীনতাপরবর্তীকালে দু'দুবার তিনি অখণ্ড বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি ছিলেন। সাংবাদিকদের ওয়েজ বোর্ড, গৃহসংস্থানসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রথম সারির নেতা। সুঠাম সুললিত গদ্য, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ, 'সুপান্থ' ছদ্মনামে দৈনিক বাংলায় নিয়মিত কলাম 'নগর দর্পণ' তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় তাঁর 'আন্তর্জাতিক' কলাম ও আলেফ মিয়া বিষয়ক নিবন্ধগুলো দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি– বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৩), সিঙ্গেল কলাম ডবল কলাম (১৯৮৬) এবং আলেফ মিয়ার পৃথিবী (১৯৮৪)। সাংবাদিকতায় বিশিষ্ট অবদানের জন্য ১৯৮৭ সালে সরকার তাঁকে 'একুশে পদক'-এ সম্মানিত করে। এছাড়া তিনি পেয়েছেন কুমিল্লার উষসী পদক।*

*টমসন ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে তিনি ব্রিটেনের কার্ডিফে সাংবাদিকতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে তিনি এক সময় খণ্ডকালীন শিক্ষকতাও করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রেস কমিশনের সদস্য ছিলেন।*